যায়যায়দিন

25 MAR 2008

অবৈধ নিয়োগ নিয়ে ১৪ বছর ধরে চাকরি করছেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনাত সুলতানা

শিমুল মাহমুদ

মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনাত সুলতানার নিয়োগ নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ রয়েছে, তিনি অবৈধভাবে নিয়োগ নিয়ে ১৪ বছর ধরে বহাল তবিয়তে চাকরি করছেন। আর নেতৃত্ব দিচ্ছেন আরো অনেক অনিয়মের। শুধু তাই নয়, তার বিরুদ্ধে প্রায় দুই কোটি টাকা আর্থিক অনিয়মেরও অভিযোগ রয়েছে।

জানা গেছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) এক বিতর্কিত ব্যাখ্যার কারণে তিনি রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই অধ্যক্ষকে অবৈধভাবে উত্তোলিত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়ে চিঠি দিয়েছিল। এরপর তিনি কিছু টাকা ফেরতও দেন।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনাত সুলতানা একক প্রার্থী হিসেবে মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান বলে নিরীক্ষা অধিদফতরের এক তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। অথচ মাউশির ২২/০৮/৯০ তারিখের ৩৭১২/৬৫০/ক-৩ সার্কুলার অনুযায়ী একমাত্র প্রার্থীকে নির্বাচন করার বিধান নেই। পুনঃবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে একমাত্র প্রার্থীকে নিয়োগ দিলে তিনি সরকারি বেতন প্রাপ্য হবেন না। কিন্তু ওই অধ্যক্ষ একমাত্র প্রার্থী হিসেবে নিয়োগ পেয়ে ১৪ বছর ধরে অবৈধভাবে সরকারি অর্থ উত্তোলন করছেন।

নিরীক্ষা অধিদফতর এক তদন্তে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ পাওয়ার পর সরকারি তহবিল থেকে উত্তোলিত সব টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠায়। কিন্তু দীর্ঘ সময়েও এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উল্লেখ্য, এর আগে নিরীক্ষা অধিদফতরের অডিট রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র প্রার্থী থাকায় উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের অধ্যক্ষ শাহ আলমকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল।

১৪ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নজরুল ইসলাম খান এক চিঠিতে অধ্যক্ষ কর্তৃক নেয়া অতিরিক্ত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া নিশ্চিত করতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরকে নির্দেশ দেন। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ১৮ জানুয়ারি মন্ত্রণালয়ের চিঠির জবাবে মাউশির ডিজি কে এম আওরঙ্গজেব স্বাক্ষরিত চিঠিতে মাউশির আগের সার্কুলার উপেক্ষা করে বলা হয়; একক প্রার্থী হিসেবে জিনাত সুলতানার নিয়োগ বৈধ হবে না এমন কোনো বিধান নেই। তাই তার বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের ১৮

মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ২

জানুয়ারির সেই চিঠিতে আরো বলা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অডিট আপত্তি রয়েছে ১ কোটি ৯৮ লাখ ৫৮ হাজার টাকার। এ পর্যন্ত ৩ লাখ ৫৭ হাজার ৯০৩ টাকা ফেরত দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সর্বশেষ অডিটে ১১৮টি আপত্তি উত্থাপন করা হয়। এর মধ্যে ৪৭টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে অধ্যক্ষ জানান।

জিনাত সুলতানা অবৈধভাবে উত্তোলিত টাকা ফেরত প্রসঙ্গে বলেন, কিছু শিক্ষকের ভুল হয়েছিল। সেই টাকা ফেরত দেয়া হয়েছে। একক প্রার্থী হিসেবে তার নিয়োগ পাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। প্রার্থী হিসেবে আমি পরীক্ষা দিয়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনাত সুলতানার বিরুদ্ধে যৌথ বাহিনী ও দুর্নীতি দমন কমিশনের কাছে অভিভাবকদের যে অভিযোগ দেয়া হয়েছে, তাতে বিভিন্ন খাতে মোটা অঙ্কের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। এতে বলা হয়, অধ্যক্ষ তালিবুর রহমানকে তার পদে ফিরে আসতে না দেয়ার জন্য তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা পরিচালনা ও অন্যান্য স্থানে খরচের অজুহাতে প্রায় ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ের নামে লুটপাট করা হয়েছে। এ জন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে চাঁদা বাবদ অর্থ আদায়ও করা হয়। ২০০৪ সালে স্কুলের ম্যাগাজিন প্রকাশের নামে আল আমিন প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স ৬১/৩, পাতলা খান লেন, সূত্রাপুর, ঢাকার ঠিকানায় ৪ লাখ ৪ হাজার টাকার চেক দেয়ার নামে আত্মসাতের অভিযোগও আনা হয়েছে। এতে বলা হয়, ওই সময় কোনো ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়নি।

অভিযোগে আরো বলা হয়, ভর্তি বাণিজ্য, কোচিং, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পার্ট টাইম শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ এবং উন্নয়নের নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। অধিকাংশ পার্ট টাইম শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয় গভর্নিং কমিটির অনুমোদন ছাড়াই। মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রায় প্রতি শুক্রবার ও ছুটির দিনে বহিরাগতদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষা পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়, তার নামমাত্র অংশ শিক্ষকদের দিয়ে অধিকাংশ অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে।

এছাড়া ভালো শিক্ষকদের ক্লাস থেকে বঞ্চিত করা, এক শাখা থেকে আরেক শাখায় বদলি, শোকজ নোটিশ, চাকরিচ্যুতির ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়, সাবেক অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা; আগের অধ্যক্ষের সময় নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের স্থায়ীকরণ ও সরকারি অনুদান আটকে রাখা ইত্যাদি অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।